তারিখ ... 08 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

তনুর খুনিদের রক্ষায় নাজিম হত্যা!

পাঁচ সেনা সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট ও কুমিল্লা প্রতিনিধি

গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার বলেছেন, তনু হত্যার বিচারের দাবিতে মানুষ যখন সোচ্চার, তখন মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য একটি পক্ষ সুপরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাজিমুদ্দিন সামাদের হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত মশাল মিছিলপূর্ব সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। এদিকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ ছাত্রী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গতকাল ৫ সেনাসদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে কর্পোরাল পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

তনুর খুনিদের রক্ষায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যাংকের দুই সেনাসদস্যকে প্রথমে সিআইডি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাদের নাম জানা যায়নি। পরে সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় আরো ৩জনকে (হাবিব, কামাল ও মঞ্জুর) সিআইডি কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সন্ধ্যা সোয়া ৭ টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জানা গেছে, রাতে আরো কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। সূত্র জানায়, তনু হত্যাকাণ্ডের দিন সেনাবাহিনীর যারা ওই এলাকায় দায়িত্বরত ছিলেন, তাদেরসহ তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় লোকজনকে (সামরিক ও বেসামরিক) জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে তদন্ত সংস্থা।

ইমরান এইচ সরকার বলেন, একের পর এক হত্যাকাণ্ডের দায় আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, রহিম উদ্দিন-করিম উদ্দিনের নামে দিয়ে যাবেন, আর আমরা আপনাদের পড়ানো স্ক্রিপ্ট গলাধঃকরণ করব, তা আর হবে না। যারাই এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে থাকুক না কেন বিচার করতে হবে। তিনি বলেন, এমন কী অদ্ভুত জ্বীনের আছর পড়লো বাংলাদেশে, যে একটার পর একটা ঘটনা ঘটবে। কিন্তু কোনো ঘটনার ক্লু আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। এসব বলে জনগণের দৃষ্টি আরেক দিকে সরিয়ে দেবেন। সেটা হবে না।

তিনি বলেন, নাজিমুদ্দিন সামাদের হত্যাকাণ্ডের পর পরিষ্কারভাবে মনে হচ্ছে, এসব হত্যাকাণ্ডের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এগুলো পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে এমন কোনো শক্তি আছে, যে শক্তি থাকার কারণে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী চোখে কালো চশমা পড়ে আছে। তাই নাজিমুদ্দিন হত্যার দায় সরকারের উপরেই বর্তায়। নাজিমুদ্দিন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা বলত। তারপরও রিজার্ভ লুট, তনু ধর্ষণ আর হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাকে খুন হতে হল।

ওলামা লীগের বিরুদ্ধে নাজিমুদ্দিনের কথা বলার বিষয়টি উল্লেখ করে গণজাগরণের মুখপাত্র বলেন, নাজিমুদ্দিন সরকারি দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারপরও শুধু অন্যায়ের সাথে আপস না করায়, ওলামা লীগের বিরুদ্ধে বলায় তাকে খুন হতে হল। তাই আমাদের সন্দেহ হয়, ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ, না কি ওলামা লীগ?

এদিকে, তনু হত্যা মামলার বিস্তারিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেছে সিআইডি। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাঙ্গলার অগ্রগতি ও সার্বিক অবস্থা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানান। প্রধানমন্ত্রী তনু হত্যার রহস্য উদঘাটনসহ দ্রুত ঘাতকদের শনাক্তকরণের নির্দেশ দেন। এ অবস্থায় যথাসম্ভব কমসময়ের মধ্যেই (এক সপ্তাহ) তনু হত্যা মামলার দৃশ্যমান অগ্রগতি হবে এবং তনুর ঘাতক শনাক্ত ও গ্রেফতার করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে সূত্র।

এরই প্রেক্ষিতে সিআইডি'র বিশেষ পুলিশ সুপার আবদুল কাহহার আকন্দের নেতৃত্বে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার এহসান উদ্দিন চৌধুরী, পরিদর্শক সৈয়দ গোলাম মাওলাসহ তদন্ত সহায়ক দল গতকাল তৃতীয় বারের মতো কুমিল্লায় আসেন।

এছাড়া সিআইডি'র ডিআইজি (ক্রাইম-ইস্ট) মাহবুব মোহসিনের নেতৃত্বে সিআইডি'র উচ্চ পর্যায়ের একটি দল আগামীকাল শনিবার কুমিল্লায় আসছেন।

সিআইডি-কুমিল্লার বিশেষ পুলিশ সুপার ড. নাজমুল করিম খান, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জালাল উদ্দিন আহমেদ, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিদর্শক গাজী মো. ইব্রাহীমসহ তদন্ত দলের কর্মকর্তারা গতকাল বিকাল পর্যন্ত বৈঠক করেন এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন।

কুমিল্লা সিআইডির সিনিয়র এসপি ড. নাজমুল করিম খান সাংবাদিকদের জানান, মামলার তদন্তে সহায়তা করতে আমরা এক সাথে কাজ করছি, তাই ঢাকা থেকে উচ্চ পর্যায়ের সহায়ক দল এসেছে, আরও আসবে। মামলার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে সামরিক ও বেসামরিক আরও অনেককে হয়তো জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে, এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।

অপরদিকে, কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে তনুর দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হলেও ৮ দিনে প্রতিবেদন দাখিল হয়নি। দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের জন্য গঠিত ৩ সদস্যের মেডিক্যাল টিমের প্রধান কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. কামাদা প্রাসাদ সাহা। গতকাল এ বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি কোন কথা বলবেন না বলে জানান।